ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাগ ও বল বিতরণ

ঝিনাইদহে স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাগ ও ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে এ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

সাগান্না ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মীর রাকিবুল ইসলাম বলেন, ইউনিয়নের ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২টি মাদ্রাসা পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে ১০০ টি ব্যাগ ২০টি ফুটবল এবং ১০টি ভলিবল প্রদান করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জাকির হোসেন, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ফেরদৌস হায়দার জুয়েলসহ শিক্ষক ও ইউপি সদস্যবৃন্দ। এসব সামগ্রী পেয়ে শিক্ষার্থীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলমডাঙ্গায় ব্লাড ডোনেট সোসাইটির ১০০ ব্যাগ রক্ত ডোনেশন সম্পন্ন

আলমডাঙ্গায় মানবতার কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলা “ব্লাড ডোনেট সোসাইটি আলমডাঙ্গা” গতকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। সংগঠনের সদস্যরা গত এক বছরে টানা পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১০০ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ সম্পন্ন করেছে।

সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ শাওন জানান, “মানবতার সেবায় আমরা সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছি। গত এক বছরে আমরা ১০০ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। ইনশাআল্লাহ সামনে বছরে এই সংখ্যাটি আরও বড় হবে। আমাদের লক্ষ্য—একজন মানুষও যেন রক্তের অভাবে কষ্ট না পায়।”

সংগঠনের সদস্যরা জানান, তারা শুরু থেকেই অসহায় রোগীদের পাশে

দাঁড়াতে সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষ করে জরুরি মুহূর্তে রক্ত সরবরাহ করে বহু মানুষের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে এই সংগঠন। মানবতার এই মহৎ উদ্যোগকে এলাকাবাসী সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কোটচাঁদপুরে ব্যাগ ও গ্যাপ পদ্ধতিতে রপ্তানি যোগ্য আম চাষ

বিদেশে রপ্তানি উপযোগী করতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ব্যাগিং ও গ্যাপ পদ্ধতিতে আম চাষ করছেন স্থানীয় চাষিরা। কিন্তু পর্যাপ্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমটি এখনো রপ্তানি হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় না থাকাই আম রপ্তানির প্রধান অন্তরায় বলে জানিয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহের উপ-পরিচালক ষষ্ঠী চন্দ্র রায়।

জানা যায়, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আম উৎপাদনকারী অঞ্চল কোটচাঁদপুর। সে অনুযায়ী এখানে আমের একটি শক্তিশালী বাজার গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলে উৎপাদিত আমের মধ্যে রয়েছে হিমসাগর, ল্যাংড়া, আম্রপালি, গোবিন্দ, বানানা, হাড়িভাঙ্গা, কাটিমন, বারি আম-৩, বারি আম-৪, বিশ্বনাথ ও মল্লিকা। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন জাতের আটির আম।

এর মধ্যে চার জাতের আম বানানা, কাটিমন, হিমসাগর ও আম্রপালি বিদেশে রপ্তানি উপযোগী করে চাষ করা হচ্ছে। বানানা, কাটিমন ও হিমসাগর চাষ হচ্ছে ব্যাগিং পদ্ধতিতে এবং আম্রপালি চাষ হচ্ছে গ্যাপ পদ্ধতিতে। ফলে এই জাতগুলোর আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাও ভালো।

প্রায় ৪ বছর আগে কোটচাঁদপুরের কৃষক আব্দুল আজিজ প্রথম ব্যাগিং

পদ্ধতিতে আম চাষ শুরু করেন। তার দেখাদেখি সলেমানপুর গ্রামের আবুল হোসেন, খোকা সরদার, রশিদ সরদার, জামাল সরদার ও আকবর আলীসহ আরও অনেক চাষি এই পদ্ধতিতে আম চাষ শুরু করেন। এ বছর প্রায় ৫০ হাজার ব্যাগে আম চাষ হয়েছে। গ্যাপ পদ্ধতিতেও আম চাষ হচ্ছে।

চাষি আবুল হোসেন জানান, তিনি ১০ বিঘা জমিতে আম্রপালি ও হিমসাগর আম চাষ করেছেন। এর মধ্যে ২ টন হিমসাগর ও ১০ টন আম্রপালি বিদেশে রপ্তানি উপযোগী হয়েছে। প্রতি ব্যাগে প্রায় ১ টাকা খরচ হলেও এই আম বাজারে ৫০–৮০ টাকা বেশি দামে বিক্রি হয়। ব্যাগিংয়ের ফলে আম থাকে প্রাকৃতিক, বিষমুক্ত ও পোকামাকড়হীন, যা বাজারে চাহিদা বাড়িয়েছে।

তিনি আরও বলেন, “যদি বিদেশে এই আম পাঠানো যেত, তাহলে চাষিরা আরও লাভবান হতেন এবং সরকারও পেত রাজস্ব। পাশাপাশি আরও অনেক চাষি বিষমুক্ত আম চাষে আগ্রহী হতেন।”

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন জানান, এ বছর কোটচাঁদপুর উপজেলায় ১৩ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে আমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় বেশি। তিনি বলেন, “আমি শুনেছি আগে ১–২ বার বায়ারের মাধ্যমে এখানকার আম রপ্তানি হয়েছিল। এবারও বায়ারদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।”

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্ঠী চন্দ্র রায় বলেন, “আমি বাজার ঘুরে দেখেছি, কোটচাঁদপুরে খুব ভালো মানের আম হয়। কিন্তু রপ্তানির জন্য কিছু কাজ করতে হবে।” তিনি জানান, ‘রপ্তানি যোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প’ নামের একটি সরকারি প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আম বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি বছর ইতোমধ্যে ৫ টন আম চীনে রপ্তানি করা হয়েছে। কিন্তু কোটচাঁদপুরের আম এই প্রকল্পের আওতায় না থাকায় এখান থেকে রপ্তানি সম্ভব হচ্ছে না।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, “আগামীতে কোটচাঁদপুরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।”

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিসুল ইসলামের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি কল রিসিভ না করায় মন্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

ফ্রুটিং ব্যাগে ঝিনাইদহে কলা চাষে নতুন সম্ভাবনা

ঝিনাইদহে প্রচুর পরিমাণে কলা উৎপাদিত হয়। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে জেলায় কলার আবাদ হয় ৫ হাজার ১০ হেক্টর জমিতে। অন্যান্য আবাদের চেয়ে কলা চাষে কৃষকদের কম পরিশ্রম করতে হয়। ঝড় ও কীটপতঙ্গের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হলে কলা একটি লাভজনক আবাদ।

শীতকালে কলার কাধীতে মশা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ বেশি আক্রমণ করে। ফলে কলার গায়ে স্পট তৈরি হয়, পাকলেও কলার মধ্যে শক্ত হয়ে থাকে। কীট পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করতে নিয়মিত কীটনাশক স্প্রে করতে হয়। যেটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সম্প্রতি ঝিনাইদহে রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ) ও কেমোনিক্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নামের দুটি এনজিও’র সহায়তায় নিরাপদ কলা আবাদ শুরু হয়েছে। ঝিনাইদহ সদর, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর, যশোর সদর ও চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার এক হাজার কৃষককে নিরাপদ কলা চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে উন্নতমানের টিস্যুকালচার চারা। বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে ১০ হাজার ফ্রুটিং ব্যাগ। কলাকে কীট-পতঙ্গ ও মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে কীটনাশকের পরিবর্তে ফ্রুট ব্যাগ ব্যবহার করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের কৃষক নন্দ দুলাল কবিরাজ এনজিও দুটির সহায়তায় প্রায় দুইবিঘা জমিতে কলার আবাদ করেছেন। তার ক্ষেতে গিয়ে দেখা যায় কাধী আসা কলাতে ফ্রুট ব্যাগ পরানো হয়েছে। তিনি বলেন, ফ্রুট ব্যাগ ব্যবহারের ফলে মশা ও কীটনাশকের আক্রমণ থেকে কলা রক্ষায় কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে না। কলা এমনিতেই একটি স্বাস্থ্যকর খাবার। তারপরেও এই কলা আরও নিরাপদ। দেশের বিভিন্ন সুপারশপেও এই কলার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

নন্দ দুলাল কবিরাজকে দেখে একই গ্রামের পরিমল কবিরাজও কলায় ফ্রুট ব্যাগ ব্যবহার করছেন। তিনি বলেন, এই পদ্ধতিতে খরচ কম ও মানসম্পন্ন কলা উৎপাদন করা সহজ। কলাচাষী শরিফুল ইসলাম বলেন, আরআরএফ থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কলার ফ্রুট ব্যাগ পেয়ে,

বর্তমানে আগের তুলনায় বেশি লাভবান হচ্ছি।

প্রকল্পের ফোকাল পার্সন কৃষিবিদ ড. অসিত বরণ মন্ডল বলেন, নিরাপদ কলা উৎপাদন ও বিপণন সম্পর্কিত প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা কলাচাষি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছি যার মাধ্যমে টিস্যু কালচারের চারার ব্যবহার, সুষম সার প্রয়োগ, কলার ফ্রুটিং ব্যাগ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে এবং কলাচাষিরাও আর্থিকভাবে লাভবান হবে এবং মান সম্মত কলা ভোক্তাদের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ নূর এ নবী বলেন, ব্রিটল পোকার আক্রমণ, মশার আক্রমণ ও বাতাশে বিভিন্ন জীবানু থাকে সেটা কলার সাথে মিশে কলা নষ্ট হয়ে যায়। যেকারণে কৃষক কীটনাশক স্প্রে করে। সেক্ষেত্রে ফ্রুটিং ব্যাগ ব্যবহার করলে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষাসহ কীটনাশক ব্যবহার করা লাগে না। ফলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য নিরাপদ কলা উৎপাদিত হয়। বাজারে নিরাপদ কলার প্রচুর চাহিদা রয়েছে। চাষিরা এই পদ্ধতিতে চাষ করলে বেশি লাভবান হবে।

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস ও ব্যাগ বিতরণ

আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির আওতায় উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে স্কুল ড্রেস ও ব্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার (১১ জানুয়ারি) সকাল ১০ টার দিকে আমঝুপি ইউনিয়নের হিজুলী উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে এ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রোগ্রাম সুপারভাইজার রিমন মন্ডলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাদ আহাম্মদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার শিরিন আক্তার ও গাংনী উপজেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার আল-আমিন আহম্মেদ।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। অনুষ্ঠানে তারুন্যের উৎসব সহ শিক্ষার্থীদের পরিস্কার পরিছন্নতা ও কেন্দ্র পরিস্কার পরিছন্নতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এসময়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে দোকানের তালার সাথে ককটেল মোড়ানো ব্যাগ

দোকানের সার্টারের তালার সাথে বাজার করা ব্যাগের মধ্যে দুটি ককটেল রেখে গেছে দূর্বৃত্তরা। পরে সদর থানা পুলিশ খবর পেয়ে ককটেল দুটি উদ্ধার করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার সোনাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে ফরজ আলীর দোকানের সার্টারের তালার সাথে ককটেল দুটি রাখার ঘটনা ঘটে।

আজ রবিবার (১৬ জুন) সকালের দিকে ফরজ আলী তার দোকানে এসে ব্যাগের মধ্যে ককটেল দুটি দেখে স্থানীয় ইউপি সদস্য বিপ্লব হোসেনকে খবর দেন। ইউপি মেম্বর বিপ্লব হোসেন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাগের মধ্যে রাখা ককটেল দুটি দেখে পুলিশকে খবর দেন।

পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তুু দুটি উদ্ধার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি সিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কি কারনে ককটেল তুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে রেখেছে এখনো তা বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে।